‘তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়া’

জয় গোস্বামী

সে - রকম কবি সর্বদাই দুর্লভ, যিনি নতুন একটি কাব্যভাষার জন্ম দিতে পারেন। ১৯৭১ - এ প্রকাশিত ভাস্কর চক্রবর্তীর প্রথম বই‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা বাংলা কবিতার একটি নতুন পথের সৃষ্টি করে। সেই পথ - সৃষ্টির কৃতিত্ব কতটা, তা একটু বিশদ করা দরকার। ‘শীতকাল...’ বেরোবার আগের চার বছরে গায়ে-গায়ে বেরিয়েছে শক্তির ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’ ও ‘চতুর্দশ পদী কবিতাবলী’, শঙ্খ ঘোষের ‘নিহিত পাতালছায়া’, আলোক সরকারের ‘বিশুদ্ধ অরণ্য’, অলোকরঞ্জনের ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’ ও ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি।’ সুনীলের দীর্ঘ কবিতা ‘কবির মৃত্যু’ ছাপা হয়েছে আগের বছর’ ৭০-এ, অণ মিত্রর বই ‘মঞ্চের বাইরে মাটিতে’ বেরিয়েছে সে - বছরই, সঙ্খর ‘অণি উদ্দালক ও জবালা সত্যকাম’ তারও আগে ছাপা হয়ে গেছে। উৎপলকুমার বসুর ‘পুরী সিরিজ’ যদিও এর বছর সাতেক আগের ঘটনা। পরের বছর’ ৭২ -এ বেরোবে শক্তির ‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই’, পদাতিক সুভাষের ‘ছেলে গেছে বনে’। অর্থাৎ, এইসব বইয়ের কবিতা তখন পুরোদমে ছাপা হচ্ছে পত্র - পত্রিকায়। ছাপা হচ্ছে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের তৎকালীন নতুন পরীক্ষা নকশা - সিরিজ। এই’ ৭১ -এই বেরোল নীরেন্দ্রনাথের ‘উলঙ্গ রাজা’ আল মাহমুদের ‘সোনালী কাবিন’ থেকে ১৪টি আশর্চ্য কবিতা। সে-বই বেরোবার আগেই মিনিবুক হিসেবে প্রচারিত হয়ে এ-বাংলার কবিদের হাতে - হাতে ঘুরে চোখের নিমেষে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল এ-বছরই। আর এই সময়েই বুদ্ধদেব বসুপ্রকাশ করে গেলেন তাঁর অন্তিম কবিতাগ্রন্থ ‘স্বাগত বিদায়’। তিরিশের বর্ণচ্ছটা তখন সমাপ্ত - প্রায়। বাংলা কবিতায় আজকের প্রবীন জ্যোতিষ্করা যে - যে গুণের জন্য আমাদের কাছে স্মরণীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, এমনকী কখনও - কখনও অনুসরণযোগ্যও হয়ে রয়েছেন, সেই সব গুণাবলির তথা তাঁদের কবিত্বশক্তির যথার্থ ও সর্বোচ্চ বিকিরণকাল ছিল ঠিক - ঠিক সেই সময়টাই। এর পর - পরইএঁদের অনেকেই দ্রুত গতিতে সাহিত্যের প্রশাসক ও অভিভাবকে রূপান্তরিত হতে থাকেন। এবং তাঁদের কবিতা রূপান্তরহীন হয়ে পড়ে।

হয়তো বোঝা যাচ্ছে। এতজন শক্তিধর কবি এতগুলি আলাদা - আলাদা পথে যখন নিজেদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন, তখন কোনও নতুন পথ আবিষ্কার করা কতটা কঠিন। কিন্তু সেই সময়েই ২৬ - বছরের ভাস্কর এলেন তাঁর ‘শীতকাল...’ -এর নতুন ভাষা হাতে নিয়ে। যে-ভাবে, বিলায়েত - আলি আকবর - রবিশঙ্করের পূর্ণ ক্ষমতার বিচ্ছুরণের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল স্বাতন্ত্রে-অনন্য নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাছাকাছি সময়ে যাঁরা লিখতে এলেন, তাঁরা প্রায় - সকলেই নিজেদের লেখায় গ্রহণ করলেন ভাস্করের রৌদ্রছায়া। পত্রপত্রিকায় তার প্রমাণ আজও ধরা আছে। ভাস্করের স্বাক্ষরের স্বাক্ষরচিহ্ন বাংলা কবিতার শরীরে গৃহীত হয়ে গেল এতই অনায়াসে যে,আজকে ভাস্করের মুদ্রা অনেক সদ্যোজাত কবিতাই আত্মসাৎ করে নেয় তাকে ভাস্করের বলে না - জেনেই। ইতিমধ্যে ভাস্কর সময় নিলেন একটু। দশ বছর পর,’ ৮১-তে যখন বেরোল দ্বিতীয় বই ‘এসো সুসংবাদ এসো’, দেখা গেল তিনি সরে এসেছেন অনেকটাই। এই বইয়ে তাঁর হাত ধরে বহু বছর পর ‘ওগো’ শব্দটির নতুন ব্যবহার ফিরে এল বাংলা কবিতায়। তারও পাঁচ বছর পর নিরাভরণ নবীনতায় প্রকাশিত ‘দেবতার সঙ্গে’ বইয়ে আবার ও রূপান্তর। এইভাবে চার - পাঁচ বছর - অন্তর এসেছে একটি করে বই, তিনিসরে গিয়েছেন কয়েক পদক্ষেপ। কোনওটাই কিন্তু খুব ঝাঁকুনি দিয়ে প

ালটে যাওয়া নয়। বরং যে-ভাবে একটি রাগের সূচনা হয়েছিল 'শীতকাল...'-এ, তারই সুষম, বৈচিত্র্যময় বিস্তার আমরা শুনতে লাগলাম। ভাস্করের কবিতায় ঝুম্পার মা আর ঝুম্পাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখা গেল। দেখা গেল ছোট ঘর, ছোট ছাদ, শহরের ছোট - বড় গলি, দেখা গেল পিসিমা, ছোটবোন আর ম্যাট্রিক - ফেল মেজদিকেও। ট্যাবলেট আর ডাক্তারবাবুকে ঘন - ঘন দেখা যেতে লাগল । মা ডাল রান্না করেছেন, বাবা স্নান করে দাঁড়িয়ে আছে, বাঙালি নিম্নবিত্তের সামান্য সংসার ভাস্করের কবিতায় ভেসে উঠল হাসি আর দুঃখের আলোয়। এরই তলায় - তলায় রইল এক হাইবারনেশনের অনুভূতি। লম্বা, টানা শুয়ে থাকবার ইচ্ছে যেমন মৃত্যুতীর পর্যন্ত প্রসারিত। রইল কাছে - আসা মেয়েরা, দূরে - যাওয়া মেয়েরাও। 'আমার জীবন একটা আর্তনাদ/ যদিও তা আড্ডা আর গান আর মেয়েদের হাসি দিয়ে ঢাকা।' অ াড্ডাকারণএ-সবের সঙ্গে ভাস্কর যোগ করলেন কাঁধ - ঝাঁকানো একটা মশকরার ভাব। যা ঠিক ক্লেষ - বিষাক্ত বিদ্রুপোক্তি নয়। গায়ে বেঁধে না। যা নিজের কষ্টকে নিয়ে একা - একা হাসাহাসি করে ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়। অনেকখানি একলা কান্না র পর যেমন ঘুমিয়ে যায় বাচচারা। বিষাদ - নিরাশার সঙ্গে স্নেহ, মমতা ও সাহসের সহাবস্থান ভাস্করের কবিতা কখনও ছেড়ে আসেনি।

কলকাতার গলি - থেকে - গলিতে - গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে ভাস্করের কবিতা, চা - দোকানে, কফিঘরে, সস্তার হোটেলে, ধাবায় বসে থেকেছে আর তার মধ্যে উড়ে এসে পড়েছে সমসময়ের অগ্নিকণা। যেমন, বরানগরে নকশাল তণদের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি নিয়ে পরের দশকে লেখা 'দশ বছর আগের একদিন' 'চোখগুলো দেখেছিল / একদিন এ - পাড়া ও ও-পাড়া/ রক্ত রক্ত রক্তশুধু।/ এখন সমস্ত শান্ত, তবু/ দু'একটা কাটা মুণ্ডু নড়েচড়ে ওঠে।' জীবনানন্দের বিখ্যাত 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার নাম সামান্য পাল্টে নেওয়া হয়েছে এখানে। এক স্বেচ্ছা - অপঘাত - বিষয়ক কবিতার নাম অন্য যুগের গণ - অপঘাত - বিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে নবতর মাত্রা নিয়ে এল। কবিতাটির মধ্যে শব্দহারা শূন্যতার ফাঁকে - ফাঁকে আতঙ্কের স্মৃতি থমথম করছে যেন। কবিতার মধ্যবর্তী স্পেসকে দিয়ে কথা বলাতে পারতেন ভাস্কর। উপরের কবিতাটি তার অনেক প্রমাণের একটি। আরও - একটি হল 'স্থির চিত্র' 'গাছ আর /গাছের ছায়ার নীচে দাড়ির খাটিয়ে/ আমাদের তৃতীয় পৃথিবী।'

থিয়েটার ও চলচিচত্র যেমন নীরবতার ব্যবহারকে শব্দের সমান, কখনও শব্দের চেয়েও গুত্বপূর্ণ বলে জানে -- আধুনিক চলচিচত্রের রসিক দর্শক ভাস্করের কবিতাও সে-কথা জানত। এ - বিষয় তাঁর অপর প্রেরণাভূমি হয়তো নিহিত পাতালছায়া । এক ধরনের কবিতা জীবনের মধ্যপর্বে লিখেছিলেন ভাস্কর, যা ছ-লাইনে সম্পূর্ণ - সেখানেও এর পরিচয় আছে।

শব্দ, নীরবতা, ছন্দ ও স্পেসের গতিশীল অশান্ত ব্যবহারের সর্বোত্তম উদাহরণ বোধহয় 'এসো সুসংবাদ...' পর্বের অক্ষরবৃত্তে ধাবমান কবিতাগুলি, যার প্রায় - প্রত্যেক লাইন খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে ও উঠে দাঁড়াচ্ছে। বাংলা কবিতায় অন্যত্র কোথাও এই ধারাবাহিক সাহসের উদাহরণ আছে কি? 'বলাকা' -কে যদি এর আদিমাতা ধরি? একদিকে ছন্দে - বাঁধা ছোট - ছোট কবিতা অন্য দিকে মুক্ত গদ্যের প্রসারিত ফর্ম। স্বভাবের মুক্তি আর স্বভাবের নিয়ন্ত্রণ। ভারসাম্য রাখার এই নিজস্ব পদ্ধতি ভাস্করের। পড়শি - জীবনের আশা - আনন্দও যেখানে মিশেছে।

'আমি আবার জানতে চাই ছুটে আসছে যে ঝলমলে দিন / সে শুধুই আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে/ যারা আইসক্রিমের জন্যে কাঁদে আর মা-র আঁচলে গিয়ে লুকোয়'। বা, 'ঘরছাড়া, বাড়িছাড়া ভাই আমার/ চায়ের ভাঙা গেলাস তোমরা তুলে ধরো এখন/ আর খুশি হও।' সাধারণের - সঙ্গে - সাধারণ হয়ে মিশে থাকতে - থাকতে ভাস্কর তাদের তুলে নিচ্ছেন কবিতায়। দেখা যাচ্ছে, মানুষের অন্য মুখ। 'একটা লোককে দেখলাম পেচ্ছাপ করতে করতে কাঁদছিল।' 'ম্যানহোলে তলিয়ে যাওয়া অন্ধ মেয়ে, ফিরে এসো তোমাকে তোমার বাবা খুঁজছেন।' নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান ভাস্করের কবিতা গাইতে পেরেছে, জীবনানন্দ - প্রভাবেরছিটেফোঁটাও নিজেদের মধ্যে না - রেখে।

বলা অবশ্য যায়, এইসব কবিতার অনেকটাই স্টেটমেন্টধর্মী, ঠিকই। তবে সাম্প্রতিক কাব্যচর্চায় অনেক সময়ই ছন্দমুক্ত ও ছন্দমুক্ত যে - বিবৃতিযোগ্য হয়ে ওঠার দিকে। আর ভাস্করের কবিতায় স্টেটমেন্ট হল ডায়েরিতে - লিখে - রাখা কোনও মানুষের রাত্রিকালীন নিভৃত স্টেটমেন্টের মতো। যেন, দণ্ডিত কয়েদির লেখা, নির্জন সেলে বসে। নিপায়, সংক্ষিপ্ত, পাঞ্চলাইন - হারা। অশ্রু কিংবা মৃদু হাসির যেমন পাঞ্চলাইন হয় না। মধ্যে - মধ্যে নীরবতার অব্যর্থ প্রয়োগ থাকায়, তা দিনলিপির একাকী কবিতা হয়েওঠে। একাকী, আর সেই জন্যই আরও অনেক একাকীর অশ্রু ও হাসিতে এ-কবিতা মিশে

যেতে পারে। সেই জন্যই ভাস্করের লেখা কোনওদিনই সমাজচেতনার বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠে না।

২০০৫ -এ পর-পর বেরোল ভাস্করের দুটি বই। দ্বিতীয়টি 'জিরাফের ভাষা' বেরোবার পক্ষকাল পরে পৌঁছল তাঁর মৃত্যুসংবাদ। কালান্তক ব্যাধি তাঁকে গ্রাস করবার পর, মৃত্যুশয্যার - উপর - বসে - লেখা এইসব কবিতার নিজেকে স ম্পূর্ণ ঘুরিয়ে ধরেছেনভাস্কর। এখানে রাত্রিবেলা উঠে আসছে রক্তমাখা জিরাফ, উঠে আসছে এমন - এক তোলপাড়, যা ভ াস্করের সারাজীবনের আপাত - শান্তি কবিতার তুলনায় অনেক মরিয়া, অনেক বেশি বুকভাঙা। ২০ - বছর আগে লেখা এপিটাফ ছিল এই রকম 'দুই দীর্ঘ নিশ্বাসের মাঝখানে মৃত্যু, আমি তোমাকে/ আকাশে নিশ্চুপ যত তারা/ মহাকাশ মহাক াল/ প্রাণী যত/ ও জল নদীর জল তোমরা শোনো/ এখানে ছিলাম আমি/ আমার মাথাটা ছিল প্রজাপতি/ হাজার আলে াকবর্ষ উড়ে এসে/ শহরের প্রেত আমি শহরে জন্মিয়েশহরেই পচে মরে গেছি।' অথবা 'সাঁতরাতে সাঁতরাতে আর নরকের জল খেতে খেতে আমিও চলেছিলাম ...' কিংবা, 'একটা অগ্নেয়গিরিধোঁয়ার মতন গিলে, উল্টে শুয়ে আছি।'

শেষতম বইটিতে ভাস্কর একটি বিশেষ ফর্ম আবিষ্কার করে নিয়েছেন। 'দেবতার সঙ্গে' লিখিত হওয়ার ২২ - বছর পর এইএকমাত্র বই, যার সব কবিতাই ছন্দে - গাঁথা। অন্তর্গত টেনশনের প্রবলতা ও স্বরের চাপ এবং পঙ্‌ক্তিসমূহের গতিবেগ তাকে অন্যসব বই থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সব কবিতাই পাঁচ লাইনের । চারটি পূর্ণ লাইন, প্রথম ও শেষ লাইন যেখ ানে এসে ভেঙে পড়ছে, সে-ভাঙনও ভিতরের ভাঙনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সারাজীবন মৃত্যুর সঙ্গে শান্তভাবে কথাবার্তা চাল ানোর পর যখন সত্যিই দাঁড়াতে হল তার ভাঙনের কিনারায়, তখন একদিকে জীবন তলিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে কবিতা চলেছে মহত্তর পর্যায়ের মধ্যে। যেমন 'রক্ত' শব্দটি এই বইয়ে মাঝে - মাঝেই এসেছে। তা শেষ পর্যন্ত এই রূপ পরিগ্রহ করল 'আকাশে আগুন ঝরছে ততোধিক আগু বাতাসে/ নাচো চণ্ডালিনী নাচো/ মাতৃরক্তে পিতৃরক্তে আমরা আজ রক্তধ ারা রাক্ষসী সময়ে।' শরীরের ব্যাধি - যন্ত্রণার আগুন ও রক্তকাশির দমকে অস্থিরতার সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস হিংসার উচ্ছিষ্ট রক্তধারাকে মিলিয়ে দেওয়া হল। সেখানেও রোজই রক্তপাত। এখানে, এই শরীরেও তাই।

এরপরেই দেখা দিচ্ছে 'নির্জন সাহস'। বলছেন, 'সময় ফুরিয়ে এল, বিকেলের মেঘে আজ কীরকম লাল একটা আভা লেগে আছে পথ তো একটাই বন্ধু, কাজ করো সারাদিন হাতমুখ ধোও, স্নান করো।' শেষ বইয়ের শেষ কবিতায় বলে যেতে পেরেছেন 'তোমাকে দুঃখিত করা আমার জীবনধর্ম নয়/ চলে যেতে হয় বলে চলে যাচ্ছি, না হলে তো আর একটু থ াকতাম।'

কবিরা মৃত্যুর পর আবার জন্মান। 'এই লোকটি তার প্রাপ্যের অনেক বেশি পেয়ে গেছে' অথবা 'আহা ইনি সারাজীবনে কিছুই পেলেন না' ---এই জাতীয় ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও অপমানকর কণা, দুই বিপরীত ধরনের মন্তব্যবিস্তার এবং কথার ঘূর্ণি, কাব্যবিচারের নামে, সাহিত্যের ছোট - ছোট পাড়ায় ঘোরে কিছুকাল। তারপর ক্লান্ত হয়ে দু-পাশে সরে যায়। জেগে ওঠে কবির - রেখে -যাওয়া শব্দগুচ্ছ। কেননা, লিখিত শব্দই লেখকের প্রথম ও শেষ পরিচয়। কবির জীবৎকাল শেষ হওয়ার পরই শু হয় তাঁর কবিতার নতুন জীবন।

ভাস্করের কবিতা আমাদের কাছে রইল। আবির্ভাবে নতুন পথ এনেছিলেন, যাওয়ার সময়েও নিজের কবিতাকে নবীন রূপ ান্তর দিয়ে গেলেন। মৃত্যুর - দিকে এগিয়ে - যাওয়া প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এইসব লেখায়। কবিরা অপরাজিত। উদাহরণ হিসেবে ভাস্করের শেষ বইদুটি আমরা আগামিকালের দিকে এগিয়ে দিতে পারি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com